পিকেএসএফ পরিক্রমা

এপ্রিল-জুন ২০২৬ খ্রি: | বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান মেলায় তাৎক্ষণিক চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন তরুণরা।

বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৭

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd | +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ | +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ | facebook.com/pksf.org.bd

অর্থনীতির গণতান্ত্রিকীকরণই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য: অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনীতির গণতান্ত্রিকীকরণ। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সরকারের মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-কে সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

বিগত ১০ মে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ ভবন ১-এ আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক RAISE প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। 'Stepping Forward: The Inauguration of RAISE-2' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক এবং সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংকের অ্যাক্টিং ডিভিশন ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ অ্যান্ড ভুটান ড. গেইল এইচ. মার্টিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

প্রধান অতিথি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সুষম বণ্টনের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে সমাজের অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, "পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন দর্শন সরকারের লক্ষ্যমাত্রার সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

বিশেষ অতিথি নাজমা মোবারেক বলেন, পিকেএসএফ অর্থায়নের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, এবং কারিগরি, প্রযুক্তি ও বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ আরও ব্যাপক পরিসরে কাজ করবে এবং এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

বিশ্বব্যাংকের ড. গেইল এইচ. মার্টিন বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করা বিশ লাখেরও বেশি তরুণের কারিগরি জ্ঞান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ কাজে ইতিবাচক অবদান রাখার উদ্দেশ্যে RAISE প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও অধিক সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পিকেএসএফ-কে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬'-এ ভূষিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জাকির আহমেদ খান বলেন, বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের সিংহভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকেন্দ্রিক এবং জিডিপিতে এর অবদান বর্তমানে ৩০ শতাংশের বেশি। এ খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ প্রায় ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সংগঠিত করেছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় ৭০ লক্ষ পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে। এ নীরব বিপ্লবকে টেকসই করতে বৈদেশিক সাহায্যের পাশাপাশি দেশীয় অর্থায়নের সংস্থান এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরসনের ত্রি-স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ১৩টি অব্যাহত কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রায় ৫০টি বিশেষায়িত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অব্যাহত কার্যক্রমগুলোকে আরও শাণিত করা হয়েছে। সারাদেশে উৎপাদনশীল ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২০৩০ সালে সমাপ্ত হতে যাওয়া RAISE প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে সরাসরি উপকৃত হবেন ৪ লাখ ২৩ হাজার ১০০ জন। অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চর, হাওর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের তরুণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে, দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী তরুণদের অন্তর্ভুক্তিকরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৬০০ নারীকে 'হোম-বেইজড চাইল্ডকেয়ার' উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন নিজেদের সফলতার গল্প তুলে ধরেন। বাজার-চাহিদাভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশ ও টেকসই প্রবৃদ্ধিতে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মন্তব্য করেন RAISE-বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে বিগত ২৯ এপ্রিল ১৫ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের Subsidiary Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ অর্থায়ন পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের অতিরিক্ত তহবিল হিসেবে যুক্ত হবে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোছাঃ নাজনীন সুলতানা এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বব্যাংক ও সরকারের মধ্যে এ সংক্রান্ত আর্থিক চুক্তি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে প্রকল্প চুক্তি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ অর্থায়ন পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের অতিরিক্ত তহবিল হিসেবে যুক্ত হবে।

শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্বীকৃতি পেল পিকেএসএফ

উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে 'ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৫-২৬'-এ পিকেএসএফ-এর 'GIS-Based Supervision & Monitoring System' শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিগত ৬ জুলাই আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে 'ইনোভেশন শোকেসিং ২০২৫-২৬' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর হাতে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগের সম্মাননা তুলে দেন।

জিআইএসভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম আরও দক্ষতার সঙ্গে তদারকি ও মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for Human Capital Development (HCD) প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য, ছবি এবং জিপিএসভিত্তিক অবস্থান রিয়েল-টাইমে সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর হয়েছে।

এ আয়োজনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন ২৫টি দপ্তর ও সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শিত হয় এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোগগুলো হলো: রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্যাটাগরিতে জনতা ব্যাংক পিএলসি'র 'জনতা-পে'; রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক ক্যাটাগরিতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের 'ই-মাইগ্রেশন ঋণ সেবা'; নিয়ন্ত্রক সংস্থা ক্যাটাগরিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর 'ইনস্যুরেন্স মোবাইল অ্যাপ'; আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের 'দলিলপত্র ফেরৎ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ'; এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে পিকেএসএফ-এর 'জিআইএস-বেইজড সুপারভিশন অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম'।

উল্লেখ্য, পল্লী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পিকেএসএফ দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬' অর্জন করেছে।

'মোস্ট ইমপ্যাক্টফুল' প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর সম্মাননা প্রাপ্তি

বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে অর্থবহ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় 'মোস্ট ইমপ্যাক্টফুল' প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে পিকেএসএফ। ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি এবং দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর যৌথ উদ্যোগে পিকেএসএফ-কে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। গত ৫ জুলাই রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর কাছে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

পিকেএসএফ-এর কাছে পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান এবং দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদক ইনাম আহমেদ জানান, মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পিকেএসএফ-কে সম্মানিত করতে পেরে তারা অত্যন্ত গর্বিত। পিকেএসএফ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিতে এক অনন্য ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ স্বীকৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নে আরও বড় অবদান রাখতে পিকেএসএফ-কে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "এ সম্মাননা আমাদেরকে আগামীতে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ আরো জোরদার করতে অনুপ্রাণিত করবে। এজন্য পিকেএসএফ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

মর্যাদাপূর্ণ কর্মসৃজন কার্যক্রম বেগবান করতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অর্থায়নের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ বাড়ালো পিকেএসএফ

দেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে পিকেএসএফ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য অর্থায়নের পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে, যা বিদায়ী অর্থবছরের চেয়ে ৪৫.৩৪ শতাংশ বেশি। ২৩ জুন পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর ১৫তম সাধারণ পর্ষদ সভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়।

এ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের জন্য ঘোষিত প্রণোদনা তহবিলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এ খাতে অতিরিক্ত ৫ হাজার কোটি টাকা বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। নতুন অর্থবছরে প্রচলিত অর্থায়নের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্ভাবন, Debt Finance ও Equity Finance-এর মিশেলে ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্সিং, ক্রিয়েটিভ ইকোনমি এবং জলবায়ু অভিযোজনভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি জোরদার করা হবে। এছাড়া, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ করে তরুণ, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা বিকাশ এবং বাজারসংযোগ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। একই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এসব উদ্যোগ দেশে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা তৈরির অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এর আগে পূর্বাহ্নে, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাও অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দু'টি সভাতেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, পর্ষদ সদস্য ড. সহিদ আকতার হোসাইন, নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী এবং ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, সাধারণ পর্ষদের সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ পর্ষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে ৫,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা তহবিল পেল পিকেএসএফ

তৃণমূল পর্যায়ের কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা করা এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি তরান্বিত করার লক্ষ্যে ২৩ মে বাংলাদেশ ব্যাংক পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত অর্থায়ন নিশ্চিত করা, তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক পণ্যে মূল্য সংযোজনকারী উদ্যোগের প্রসার এবং পণ্যের মান উন্নয়ন ও উপযুক্ত সনদায়নের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে কর্মসূচিটি মূলত ৩টি মূল উপাদানের - আর্থিক পরিষেবা প্রদান, ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন - সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হবে। কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে দুই লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছসমূহের বিকাশে কাজ করবে।

মাঠপর্যায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও প্রাপ্ত অর্থের সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করতে তহবিলটিকে আবর্তক তহবিল (revolving fund) হিসেবে পরিচালিত হবে। এর ফলে অর্থের ধারাবাহিক প্রবাহ বজায় থাকবে যা দেশের কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতকে ক্রমান্বয়ে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বিকাশে ৭০ মিলিয়ন ডলারের 'গ্রিন প্রকল্প' চুক্তি স্বাক্ষর

জলবায়ু সহনশীল কৃষি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ উন্নয়ন ও পুষ্টি খাতে সমন্বিত অগ্রগতি আনতে 'Growth for Climate Resilient and Environmental Entrepreneurship and Nutrition (GREEN)' প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সাবসিডিয়ারি ঋণ ও অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করেছে পিকেএসএফ।

বিগত ৩ জুন বাংলাদেশ সচিবালয়ে পিকেএসএফ-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যুগ্ম সচিব মোছাঃ নাজনীন সুলতানা।

এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)। প্রকল্পটি ২০২৬ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হবে। দারিদ্র্য প্রবণতা, জলবায়ু ঝুঁকি ও কৃষি সম্ভাবনার ভিত্তিতে দেশের কিছু অঞ্চলকে প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রায় ২.৬০ লাখ মানুষ এ প্রকল্পের আওতায় আসবে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে থাকবে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী ও যুব উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র কৃষি উদ্যোক্তা, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিবার এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একইসঙ্গে সৃজনশীল অর্থনীতিতে অবদান রাখা, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, জলবায়ু সহনশীল কৃষির বিস্তার, গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

GREEN প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে জলবায়ু-সহনশীল খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সম্ভাব্য পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে পিকেএসএফ-এ ১৫ জুন একটি উচ্চপর্যায়ের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, কৃষি-পরিবেশগত প্রযুক্তি, টেকসই উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং সামগ্রিক খাদ্যব্যবস্থার ইতিবাচক রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে অংশীদারত্ব জোরদার করার বিষয়ে এ সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ডেপুটি হেড অব প্রোগ্রাম মাইবেথ ব্ল্যাঙ্ক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়া সানো এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। এ সময় পিকেএসএফ, ডব্লিউএফপি, ইফাদ এবং এফএও-এর অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনাকালে ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো বলেন, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইফাদ উপকারভোগীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অর্থায়ন সহায়তা প্রদান করে।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "শুধু অর্থায়ন কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারে না। টেকসই রূপান্তরের জন্য অর্থায়নের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা, বাজারে প্রবেশাধিকার, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা উন্নয়নের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন।"

তিনি আরও বলেন, পিকেএসএফ চাহিদাভিত্তিক কারিগরি সহায়তা, স্বল্পব্যয়ী উদ্যোগ, মূল্য সংযোজনমূলক কৃষি, সম্পদ-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (RECP) এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরও টেকসই থাকে, এমন বাজারভিত্তিক সমাধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া, তিনি খাদ্য নিরাপত্তা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতা জোরদারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্য পরীক্ষাগার ও সনদায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন

স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর রোগ প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয় (out-of-pocket expenditure) হ্রাস এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ১ জুলাই পিকেএসএফ-এর প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা (preventive healthcare) কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশে সুস্থ জনগোষ্ঠীর কোনো বিকল্প নেই। দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিতে হলে তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জরুরি। অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা ব্যয় অনেক পরিবারকে আর্থিক সংকটে ফেলে এবং উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা ও আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ব্যয়ের হার বিশ্বের মধ্যে বেশি; এ ব্যয় কমাতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, পিকেএসএফ দীর্ঘদিন ধরে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মাতৃস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পিকেএসএফ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কর্মসংস্থানের উপযোগী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করে। এক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় হবে তা মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ৩৯টি সহযোগী সংস্থার ৪৫৪টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ৬ লাখ ৮০ হাজার সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রজননক্ষম নারী, প্রবীণ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাদের সামগ্রিক কার্যক্রমভুক্ত গ্রাহকদের মধ্যে এ সেবা সম্প্রসারণ করা হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বলেন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছানি অপারেশন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে: অরবিস ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট

অরবিস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ক্যাথলিন শেরউইন ভবিষ্যতে চোখের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ও সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে পিকেএসএফ ও অরবিসের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ছানি অপারেশন কার্যক্রম সেবা আরও সম্প্রসারণ করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিগত ২০ এপ্রিল পিকেএসএফ ভবন ১-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিকেএসএফ-এর 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০'-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি পিকেএসএফ ও অরবিস ইন্টারন্যাশনালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ছানি অপারেশনকে একটি মানবিক কার্যক্রম হিসেবে অভিহিত করেন। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশব্যাপী তার সহযোগী সংস্থার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, দারিদ্র্য শুধু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করলে হবে না, দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। তাই দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে যেখানে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল পিকেএসএফ-এর সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি অরবিস ইন্টারন্যাশনালের বৃহৎ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে EyePlus কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এছাড়া, পিকেএসএফ দেশের উন্নয়নে যেকোনো সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অরবিস ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে বলে তিনি জানান।

অরবিস ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. মুনির আহমেদ ছানি অপারেশন কার্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চক্ষু পরিচর্যার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান।

উল্লেখ্য, Comprehensive Cataract Services for People Living in Poverty in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিগত ছয় মাসে ২৭,৮০০ জন স্বল্প আয়ের ব্যক্তি ছানি অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এ সময় প্রায় ২ লাখ মানুষের প্রাথমিক চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশের ৫৯টি জেলায় পিকেএসএফ-এর ১১৫টি সহযোগী সংস্থা এবং অরবিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ৩০টি অংশীদার হাসপাতালের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ ও অরবিস ইন্টারন্যাশনালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

RAISE জব ফেয়ার: দক্ষতা, সুযোগ ও কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত

'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' - এ চিরন্তন সত্যকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে কুষ্টিয়ার ১৮ বছর বয়সী অদম্য তরুণ মোঃ সাব্বির হোসেন। দারিদ্র্যের কারণে যখন তার স্বপ্ন প্রায় থমকে যাওয়ার উপক্রম, তখন কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তিনি ঘুরে দাঁড়ান। সাব্বির প্রমাণ করেন, সঠিক সুযোগ আর দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব। এ তরুণ শুধু নিজের জীবনই বদলে দেয়নি, হয়ে উঠেছে সহস্র তরুণের জন্য এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

কুষ্টিয়ার একটি প্রান্তিক পরিবারের সন্তান সাব্বির। ২০২২ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা শেষ করার পর অর্থাভাবে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের হাল ধরার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে কিশোর সাব্বিরের কাঁধে। ঠিক এমন এক অনিশ্চিত সময়েই সাব্বির RAISE প্রকল্পের প্রশিক্ষণে যুক্ত হন। তিনি স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডে ছয় মাসের নিবিড় শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের আওতায় কুষ্টিয়ার তোফাজ্জল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে ওস্তাদের কাছে ওয়েল্ডিং, মেটাল ওয়ার্কসসহ স্মল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের খুঁটিনাটি কাজ হাতে-কলমে শেখেন।

প্রশিক্ষণ শেষে সাব্বির কুষ্টিয়া পৌর অডিটোরিয়ামে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিরোপা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সহায়তায় আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডে ওয়েল্ডার পদে আবেদন করেন। তার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস নিয়োগদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেদিনই তিনি চাকরির জন্য নির্বাচিত হন। গত ১১ জুন সাব্বির প্রতিষ্ঠানটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় প্রায় ১৪.৫ হাজার টাকা। ছয় মাস সফলভাবে কাজ করার পর সে প্রভিডেন্ট ফান্ড, স্বাস্থ্য বীমাসহ বিভিন্ন করপোরেট সুবিধাও পাবে।

এভাবেই সাব্বিরের মতো হাজারো তরুণ-তরুণীর স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের 'জব ফেয়ার'। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৬টি কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এসব মেলায় অংশ নিয়েছেন প্রায় ১২,৫২৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষানবিশ। তাদের মধ্যে ৬,২৯২ জন তাৎক্ষণিকভাবে (On-Spot Job) চাকরির সুযোগ পেয়েছেন। এদের মধ্যে ১,৮৮৮ জন নারী।

প্রান্তিক তরুণ-তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরিতে RAISE-এর কর্মসংস্থান মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ পর্যন্ত আয়োজিত মেলাগুলোতে মোট ৭৩৫টি নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ২৪৩টি আনুষ্ঠানিক এবং ৪৯২টি অনানুষ্ঠানিক খাতের প্রতিষ্ঠান। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে স্কয়ার ফুডস, স্কয়ার টয়লেট্রিজ, ওয়ালটন, ট্রান্সকম, প্রাণ-আরএফএল, সিঙ্গার, মাইওয়ান, কিয়াম, ইয়াং ওয়ান, সুজুকি মোটরস, কারুপণ্য, স্যামসাং, নাবিল গ্রুপ, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন, বিডিজবস, সিম্ফনি মোবাইল, ম্যাটাডোর গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নগদ।

জুন ২০২৭ পর্যন্ত দেশব্যাপী মোট ৭৭টি কর্মসংস্থান মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৬টি মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এসব আয়োজন শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগই তৈরি করছে না, দক্ষ মানবসম্পদ ও নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তুলতেও ভূমিকা রাখছে।

সাধারণত একটি কর্মসংস্থান মেলায় চাকরিপ্রত্যাশীরা জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে হাজির হন এবং নিয়োগদাতারা সাক্ষাৎকার নেন। কেউ তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি পায়, কেউ পায় না। কিন্তু RAISE-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। এখানে কর্মসংস্থান মেলার প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে বেকার, অদক্ষ, দরিদ্র এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া তরুণ-তরুণীদের নির্বাচন করা হয়। এরপর তাদের আগ্রহ, সক্ষমতা এবং স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ট্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

RAISE-এর দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কৌশলের মূল ভিত্তি হলো ওস্তাদ-শাগরেদ মডেল। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে কারিগরি দক্ষতা অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম ছিল ওস্তাদ-শাগরেদ পরম্পরা। তবে সেটি ছিল মূলত অনানুষ্ঠানিক। RAISE সে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাকেই একটি সুসংগঠিত ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কাঠামোয় রূপ দিয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ওস্তাদদের নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার আওতায় আনা হয়। তাদের কর্মস্থলই হয়ে ওঠে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। ছয় মাস ধরে বাস্তব কর্মপরিবেশে হাতে-কলমে কাজ করতে করতেই শিক্ষানবিশরা পেশার খুঁটিনাটি আয়ত্ত করে। পাশাপাশি, কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও পেশাদার আচরণ শেখার সুযোগ পায়। প্রশিক্ষণ চলাকালে তাদের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়।

কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি শিক্ষানবিশদের আত্মবিশ্বাস ও কর্মজীবনের প্রস্তুতিতেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয় এ প্রকল্পে। তাই তাদের জন্য রয়েছে ৪০ ঘণ্টাব্যাপী লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণ, জব কাউন্সেলিং এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সনদ প্রদানের ব্যবস্থা। একজন শিক্ষানবিশের দক্ষতা অর্জন থেকে কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার প্রতিটি ধাপে কার্যকর সঙ্গী হিসেবে কাজ করে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ২২ লাখ তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, ও নিয়োগদাতাদের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ না থাকায় তাদের অনেকেই কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়না। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকলেও উপযুক্ত কর্মী খুঁজে পেতে বেগ পোহাতে হয় নিয়োগদাতাদের। RAISE-এর কর্মসংস্থান মেলা এ দুই পক্ষের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করছে।

একটি চাকরি শুধু একজন তরুণ বা তরুণীর আয় নিশ্চিত করে না; বদলে দেয় একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ, ফিরিয়ে আনে আত্মবিশ্বাস এবং নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস। সাব্বিরের গল্প তাই কোনো একক গল্প নয়। এটি বাংলাদেশের হাজারো তরুণ-তরুণীর গল্প, যারা সুযোগ পেলে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই বদলে দিতে পারে।

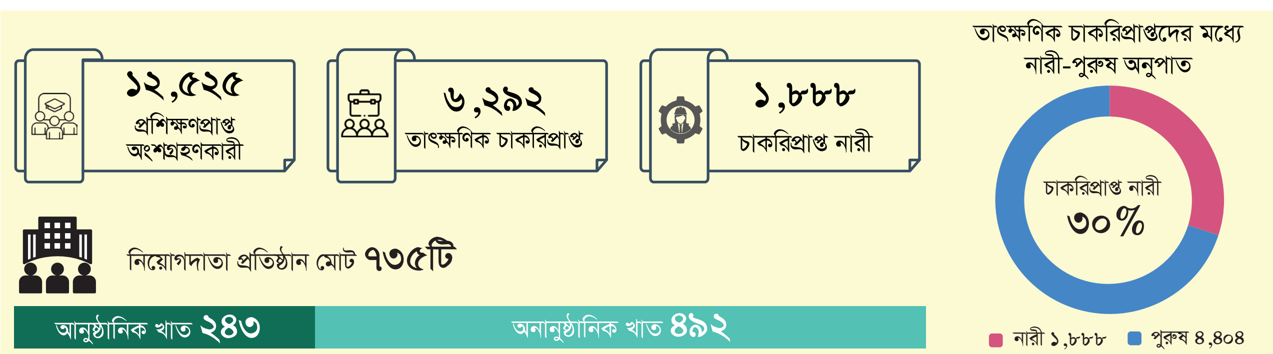

ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা সম্প্রসারণে বাস্তবায়িত হচ্ছে SMART প্রকল্প

পিকেএসএফ আগস্ট ২০২৩ হতে ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে এ সকল সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য রয়েছে।

SMART প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৫৪ জেলায় ৭০টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০২৬ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহে ১,৫০১.৮০ কোটি টাকা ঋণ এবং ৭৮.৩২ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

মে ২০২৬ পর্যন্ত উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৫৮,২০৯ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ তাদের উদ্যোগে অন্তত ২টি করে Resource-Efficient and Cleaner Production (RECP) কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছেন। পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত, RECP-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ চর্চা শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে করণীয়, ব্র্যান্ডিং ও সনদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ইতোমধ্যে ৫৩,২৮২ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবসাগুচ্ছের অন্তর্গত জনগোষ্ঠী ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ৩৫৪টি পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের সহায়তায় ৫৪টি সহযোগী সংস্থায় Environment and Climate Change Unit (ECCU) গঠিত হয়েছে।

বিগত ৫-১৬ এপ্রিল বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল SMART প্রকল্পের Mid-term Review মিশন পরিচালনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের পক্ষে টাস্ক টিম লিডার কেইসুকে ইয়াদমি এ মিশনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। মিশনে

CNC (Computer Numerical Control) লেজার কাটিং মেশিনের সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাটা হচ্ছে ধাতব পাত

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৩টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করেন। পিকেএসএফ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে আলোচনায় প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক রয়েছে বলে প্রতিনিধি দলটি অবহিত করেছে। বিশেষ করে, RECP পদ্ধতি গ্রহণের ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদন খরচ কমছে এবং মুনাফা বাড়ছে, যা দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলেও জানিয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল।

এছাড়া, ১২ এপ্রিল বাংলাদেশ সচিবালয়ে SMART প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর ১১শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক রয়েছে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

যৌথ গবেষণা পরিচালনায় পিকেএসএফ ও সানেম-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের গুণগতমান সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের জন্য পিকেএসএফ এবং সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর মধ্যে ৭ জুলাই গবেষণা সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে পিকেএসএফ ও সানেম-এর মধ্যে একটি যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো।

পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং সানেম চেয়ারম্যান ড. বজলুল হক খন্দকারসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিটির আওতায় পরিচালিত প্রস্তাবিত গবেষণায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কী ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, তা মূল্যায়ন করা হবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে সময়োপযোগী, উৎপাদনমুখী ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে করণীয়সমূহ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের গুণগতমান সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের জন্য এর আগে বিগত ১৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং সানেম সভাপতি ড. বজলুল হক খন্দকার এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। তিনি আগামীতে সময়োপযোগী, উৎপাদনমুখী, মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগের দ্রুত বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ভবিষ্যৎমুখী, উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করে জাকির আহমেদ খান এসব কার্যক্রম উচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতে পিকেএসএফ অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করতে ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ২৬০তম সভায় গঠিত পিকেএসএফ অডিট কমিটির তৃতীয় সভা ১৩ মে ২০২৬ পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. সহিদ আকতার হুসাইন। এতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও অডিট কমিটির সদস্য ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম ও লীলা রশিদ, পিএইচডি।

সভায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি কমিটির ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

একই সাথে ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (আইসিসি) বিভাগের নিরীক্ষা কার্যক্রমের প্রত্যয়নপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন করা হয়। ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার অংশ হিসেবে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম-এর নিরীক্ষা প্রতিবেদনও অনুমোদিত হয়।

এছাড়া, সভায় সহযোগী সংস্থাসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বহিঃনিরীক্ষার পরিপালন প্রতিবেদন (Compliance Report) পর্যালোচনা করে তা পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

এ সভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এ সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ যথাসময়ে পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত পিকেএসএফ-এর অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

কমিটির সচিব ও আইসিসি বিভাগের প্রধান আঃ খালেক মিঞা এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস-সহ আইসিসি বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, টেকসই ও ভবিষ্যৎমুখী করার লক্ষ্যে ১৩ এপ্রিল পিকেএসএফ ভবন-১-এ 'পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডের ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর মাঠপর্যায়ের স্বল্পআয়ের সদস্যদের টেকসই আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে Decision Support System (DSS) এবং এর আওতায় Digital Financing কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD)-এর ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো খন্দকার সাখাওয়াত আলী। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ আইটি এবং ক্রেডিট অপারেশন্স ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় পিকেএসএফ-এর প্রায় ২ কোটি সদস্যের বিশাল ডেটা ভাণ্ডারকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর এবং Data Analytics, AI ও Predictive Tools ব্যবহারের মাধ্যমে তা নীতিনির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও সেবা সম্প্রসারণে কাজে লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুখ্য আলোচক বলেন, একটি শক্তিশালী ও ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেম গড়ে উঠলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সেবা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী হবে। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে Mobile Financial Services (MFS), Agent Banking, Digital Banking ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাশাপাশি, ডেটার নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি সুসংহত Data Governance Policy প্রণয়নের ওপর জোর দেন।

সভায় উল্লেখ করা হয়, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রুটিন ও শ্রমনির্ভর কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করে কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণভিত্তিক কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। এছাড়া, DSS, GIS-based monitoring, Credit Scoring এবং অন্যান্য Predictive Analytical Tools ব্যবহারের মাধ্যমে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মনিটরিং ও সুপারভিশন আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করা যাবে।

এ রূপান্তরকে সফল করতে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পিকেএসএফ এ প্রক্রিয়ায় একটি সমন্বিত ও দক্ষ ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

জলবায়ু-সহিষ্ণু আয়বর্ধক কার্যক্রমে উপকূলীয় মানুষের জীবিকায়নের নতুন সম্ভাবনা

পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্পের আওতায় মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালনে সহায়তাপ্রাপ্ত সদস্যরা ২০২৬ সালের ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে মোট ৫,৬৪১টি ছাগল ও ভেড়া বিক্রি করেছেন। এর আর্থিক মূল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। বর্তমানে সদস্যদের কাছে ৪৬,১১৯টি ছাগল ও ভেড়া রয়েছে, যার সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। RHL প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় ১০,২৭৬ দরিদ্র ও অতি-দরিদ্র উপকারভোগীকে ছাগল পালনের জন্য মাচা নির্মাণ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য প্রশিক্ষণ, ভ্যাকসিনেশন এবং প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির উচ্চ লবণাক্ততা ও বন্যার কারণে সনাতন পদ্ধতিতে সবজি চাষের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় RHL প্রকল্প ২০২৫ সালের মার্চ মাসে বস্তায় আদা চাষ কার্যক্রম শুরু করে। এ পদ্ধতিতে সদস্যরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, বাড়ির আঙিনা বা অল্প পরিসরের জমিতেও আদা চাষ করছেন। এ উদ্যোগের আওতায় ৬,১৮৮ সদস্যকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মৌসুম শেষে মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার কেজি আদা উৎপাদন হয়। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সময়ে উৎপাদিত আদা বিক্রি করে সদস্যরা মোট ৩.৬ কোটি টাকা আয় করে।

উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই জীবিকায়নের লক্ষ্যে Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে আগস্ট ২০২৩ থেকে উপকূলীয় সাতটি জেলায় পিকেএসএফ Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উপকূলে পানি লবণমুক্ত করতে ১৮০টি প্ল্যান্ট স্থাপন করবে পিকেএসএফ

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় পিকেএসএফ-এর Safe Water Project (SWP) প্রকল্পের আওতায় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার বিভিন্ন উপজেলায় রিভার্স অসমোসিস (RO) পদ্ধতিতে পানিকে লবণমুক্ত করতে ১৮০টি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১.৮ লক্ষ মানুষের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ করবে। জ্বালানি খরচ কমাতে এ প্ল্যান্টগুলো পরিচালনায় সৌর শক্তির মাধ্যমে ২০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করা হবে।

পাশাপাশি, জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জেলা তিনটিতে Knowledge Hub গড়ে তোলা হবে। এ হাবগুলো পানির মান পরীক্ষা ও নিশ্চিতকরণ, প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পানি সংকট মোকাবিলায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলার প্রায় ৭৩% মানুষ প্রতিনিয়ত লবণাক্ত ও অনিরাপদ পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মাটি ও পানির ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগ এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রচলিত পানির উৎসগুলো একে একে অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

স্বল্প আয়ের মানুষের টেকসই আবাসন নিশ্চিতে ১,৪০৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

পিকেএসএফ-এর আবাসন ঋণ কর্মসূচির আওতায় মে ২০২৬ পর্যন্ত ৫০,১৮৪ সদস্যকে মোট ১,৪০৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং পুরনো বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণে এ ঋণ প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিরাপদ, টেকসই ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনমান, সামাজিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত আবাসন ঋণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৪২ জেলার ১২৫ উপজেলায় ৩২টি সহযোগী সংস্থার ৩৫৮ শাখার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের আবাসন সুবিধার উন্নয়ন।

কৃষিতে প্রযুক্তি-নির্ভর আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

টেকসই ও ঘাত-সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ গত ৭ এপ্রিল একটি জ্ঞান-বিনিময় সভার আয়োজন করে। এতে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বহুফলনশীল ধান চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'Technology-based Income Generation for Farmers' শীর্ষক এ সভায় মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন প্রখ্যাত জিনবিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। সভাটি সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা FIVDB'র সভাপতি ড. মনজুর আহমেদ এবং কৃষি বিজ্ঞানী ড. শেখ তানভীর হোসেন।

বক্তারা বলেন, তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে টেকসইভাবে জমির উর্বরতা ব্যবস্থাপনা, উচ্চফলনশীল ও ঘাত-সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং তা মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি।

সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তি ও বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষিতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের কৃষি খাতে অর্থায়নের ৫০%-এর অধিক পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ সরবরাহ করে।

সম্প্রতি গৃহীত 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০'-এর আলোকে পিকেএসএফ রপ্তানিমুখী মূল্য সংযোজন ও বহুমুখী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেকসই প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য কার্যকর ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়ন, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি ও ঝুঁকি-সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষকদের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্পদ-সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তি ও চর্চার সম্প্রসারণ, কৃষি প্রতিবেশ সুরক্ষায় জৈব কৃষি সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে বিস্তৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সভায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা জোরদারে পিকেএসএফ ও CIMMYT-এর আলোচনা

বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ ও ব্যবসার সম্প্রসারণে সম্ভাব্য সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে বিগত ৮ জুন পিকেএসএফ এবং ইন্টারন্যাশনাল মেইজ অ্যান্ড হুইট ইমপ্রুভমেন্ট সেন্টার (CIMMYT)-এর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। CIMMYT-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Owen Calvert-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির চলমান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ উপস্থাপন করেন।

প্রতিনিধিদল জানায়, গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে CIMMYT বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিশেষ করে গম ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্নত জার্মপ্লাজম, উচ্চফলনশীল ও জলবায়ু-সহনশীল জাত উদ্ভাবন, রোগবালাই মোকাবিলা, সংরক্ষণশীল কৃষি (যেমন স্বল্প চাষে/বিনা চাষে ফসল উৎপাদন), আন্তঃফসল চাষ, ফসল উৎপাদন পরবর্তী ক্ষতি হ্রাস, প্রশিক্ষিত খামারিভিত্তিক Living Library, Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তিভিত্তিক কার্বন ট্রেডিং, কৃষকবান্ধব স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংবলিত অ্যাপ-এর ব্যবহার, কৃষকবান্ধব কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। তাদের উদ্যোগ বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকের আয় উন্নয়ন এবং কৃষিকে অধিকতর সহনশীল ও টেকসই করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডসমূহ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ ও CIMMYT পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই উভয় পক্ষ শীঘ্রই পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণপূর্বক একযোগে কাজ করে টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

‘ক্ষুদ্রঋণ শুধু ঋণ বিতরণ নয়, এটি মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা গড়ে তোলার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া’

মহসিন আলী
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলীর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সংস্থার গঠন ও অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মাসুম আল জাকী, ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ: উন্নয়নকর্মী হিসেবে আপনার দীর্ঘ পথচলা শুরু হয়েছিল কীভাবে? সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা কোথায় থেকে পেয়েছেন?

মহসিন আলী: আমার শৈশব কেটেছে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায়। ছোটোবেলা থেকেই আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং বঞ্চনার চিত্র খুব কাছ থেকে দেখেছি। তখন থেকেই মানুষের জন্য কিছু করার আগ্রহ ছিল। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটো ছোটো দল তৈরি করে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে শুরু করি।

ছাত্রজীবনে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণকালীন অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন আমাকে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। একই সঙ্গে সংগঠন পরিচালনা, দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভিন্ন মতকে সম্মান করা এবং মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করি।

আশির দশকের দিকে আদর্শভিত্তিক রাজনীতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লে আমি উপলব্ধি করি, সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে হলে তাদের পাশে থেকে সরাসরি কাজ করা প্রয়োজন। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মানবিক কার্যক্রম আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করব। সেই বিশ্বাস ও উপলব্ধি থেকেই সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

পিকেএসএফ: ১৯৯০ সালে দর্শনাকে কেন্দ্র করে ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সময় একটি উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আপনি কীভাবে অনুভব করেছিলেন?

মহসিন আলী: সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার তাগিদ এবং দর্শনার তৎকালীন পরিবেশ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব এবং বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখে আমি অনুভব করি যে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং উন্নয়ন সেবার সীমিত সুযোগ খুব কাছ থেকে দেখেছি। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন ছিল, যা শুধু সহায়তা দেবে না, বরং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। নিজ উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা থেকেই ‘একটি ন্যায্য ও সমৃদ্ধ সমাজ’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২৪ এপ্রিল ‘গ্রামীণ পরিবেশ কল্যাণ সংস্থা’ (বর্তমানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন) যাত্রা শুরু করে।

পিকেএসএফ: বয়স্ক শিক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিবার পরিকল্পনার মতো কার্যক্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণ, সুশাসন, অধিকার ও জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচিতে সম্প্রসারণ – এ রূপান্তরের পেছনের ভাবনা কী ছিল?

মহসিন আলী: শুরুতে আমরা বয়স্ক শিক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিবার পরিকল্পনার মতো সচেতনতামূলক ও পরিবেশকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। ধীরে ধীরে আমরা উপলব্ধি করি যে কেবল সচেতনতা নয়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতাও প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রঋণ, জীবিকা উন্নয়ন, কৃষি, সুশাসন ও অধিকার, নারী ও যুব ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু অভিযোজন এ সবগুলো ক্ষেত্রকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। মানুষের সার্বিক উন্নয়নই ছিল এ রূপান্তরের মূল ভাবনা।

পিকেএসএফ: ক্ষুদ্রঋণকে অনেকেই শুধু ঋণ বিতরণের কার্যক্রম হিসেবে দেখেন। আপনার অভিজ্ঞতায় ক্ষুদ্রঋণ কীভাবে একজন দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে পারে?

মহসিন আলী: ক্ষুদ্রঋণ শুধু আর্থিক সহায়তা কিংবা ঋণ বিতরণের কর্মসূচি নয়; এটি একজন মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা গড়ে তোলার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ঋণের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা বিকাশ, বাজার সংযোগ এবং প্রয়োজনভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে একজন মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই জীবিকা উন্নয়ন সম্ভব। উপকারভোগী ঋণের যথাযথ ব্যবহার করলে এবং প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেলে ধীরে ধীরে তিনি দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য নারী ও প্রান্তিক পরিবারের আয় বৃদ্ধি, সন্তানের শিক্ষা, সম্পদ সঞ্চয় এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

পিকেএসএফ: নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো কী?

মহসিন আলী: ওয়েভ ফাউন্ডেশন সকল ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে প্রাধান্য দেয়। কৃষি, প্রাণিসম্পদ, সেলাই, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ, স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো হলো নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ।

পিকেএসএফ: ওয়েভ ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য অধিকার, সুশাসন এবং নাগরিক অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশে একটি অধিকতর ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে এসব বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

মহসিন আলী: সুশাসন, অধিকার ও ন্যায্যতা কর্মসূচির মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, সরকারি সেবার জবাবদিহিতা, অর্থনৈতিক সুশাসন, মানবাধিকার, ন্যায় বিচারে অভিগম্যতা ও রাজনীতিতে ভিন্ন মতের মতের প্রতি সহনশীলতা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি। এছাড়া, খাদ্যকে মানবাধিকার ও খাদ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ক্যাম্পেইন চলমান রয়েছে। ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সরকারি সেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পাশাপাশি দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবা পাওয়ার অধিকার, অংশগ্রহণ এবং দাবি উত্থাপনের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সামাজিক সংগঠন ‘লোকমোর্চা’র মাধ্যমে মানুষ সংগঠিত হয়ে তাদের যৌক্তিক দাবি স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করেন, যা স্থানীয় পর্যায়ে একটি অংশগ্রহণমূলক সুশাসন মডেল গড়ে তুলেছে।

পিকেএসএফ: আপনারা কৃষি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও দুম্বা প্রজননসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন। এসব উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনছে বলে আপনি মনে করেন?

মহসিন আলী: গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা প্রজননসহ আমাদের অন্যান্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এখন বছরব্যাপী পেঁয়াজ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা যাচ্ছে। ফলে ক্রেতার চাহিদা পূরনের পাশাপাশি কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন এবং লাভবান হচ্ছেন।

মাচা পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের ফলে ছাগল মৃত্যুহার কমেছে এবং এটি এখন গ্রামীণ নারীদের আয়ের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

পিকেএসএফ: জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি এখন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষাপটে ওয়েভ ফাউন্ডেশন কী ধরনের কৌশল ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে?

মহসিন আলী: ওয়েভ ফাউন্ডেশন সমন্বিত কৌশল নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি বিষয়ে কাজ করছে। এগ্রোইকোলজি চর্চার বিস্তার, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, কৃষকদের ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ও পারিবারিক কৃষি শক্তিশালীকরণ এবং কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে আমরা কাজ করছি।

বর্তমানে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় অ্যাগ্রোইকোলজি লার্নিং অ্যান্ড ট্যুরিজম সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। পাশাপাশি, জলবায়ু ন্যায্যতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির প্রসারে সৌরশক্তিনির্ভর সেচসহ বিভিন্ন গ্রিন টেকনোলজির সম্প্রসারণেও আমরা কাজ করছি।

পিকেএসএফ: ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিকাশ ও কর্মসূচি সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর অবদানকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

মহসিন আলী: ১৯৯৬ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ওয়েভ ফাউন্ডেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা শুধু আর্থিক সহায়তাই পাইনি, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং নতুন নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছি। গত তিন দশকেরও বেশি সময়ে পিকেএসএফ আমাদের একটি নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে পাশে থেকেছে।

ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, জলবায়ু অভিযোজন, ও দক্ষতা উন্নয়নসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত, কার্যকর ও টেকসই করেছে।

পিকেএসএফ: ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আগামী দিনের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু বলুন। বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা আপনি কীভাবে দেখতে চান?

মহসিন আলী: বিগত ৩৬ বছরে ওয়েভ ফাউন্ডেশন বহুমুখী কার্যক্রম ও কর্মসূচির মাধ্যমে বেশ অগ্রসর হয়েছে। আমি আশা করি, ওয়েভ ফাউন্ডেশন একটি স্বাবলম্বী এবং নলেজ-বেইজড অর্গানাইজেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা ইতোমধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে সফলভাবে ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন করেছি।

নিয়মিতভাবে আমরা গবেষণা করছি, এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল এবং গভর্নেন্স রিপোর্ট প্রকাশে কাজ শুরু করেছি এবং এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। ডাটা-ড্রিভেন ডিসিশন এবং কালেক্টিভ লিডারশিপের মাধ্যমে সংস্থার কাজ আরও পেশাদারত্বের সাথে কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সংস্থার কর্ম এলাকাসমূহে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে আছে, তাদের মূলধারায় নিয়ে আসা আমাদের আগামীর লক্ষ্য।

পিকেএসএফ: আপনাকে ধন্যবাদ। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মহসিন আলী: পিকেএসএফ-কে-ও ধন্যবাদ। আশা করছি, সমাজ উন্নয়নের এ যাত্রায় পিকেএসএফ-এর সাথে আমাদের অংশীদারত্ব আরো গভীর ও ফলপ্রসূ হবে।

২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের উন্নয়নে কাজ করছে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প

পিকেএসএফ-এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ১৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১২ জেলার ১৪৫ ইউনিয়নে প্রায় ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারে উপযুক্ত আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। এ পর্যন্ত সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসারে ৩,০৬৬.৬১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুদান ও ঋণ সহায়তায় সদস্যরা এ পর্যন্ত ২,৮৪,৭৪৫টি কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছেন। পাশাপাশি, ৮০,৭৫৭ জন সদস্যকে কৃষিজ, অকৃষিজ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কর্মএলাকায় ৪৫,৫৯১ জন অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

গত ২৩-২৯ এপ্রিল 'জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২৬' উপলক্ষ্যে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কর্মএলাকায় 'পুষ্টি বৈষম্যের দিন শেষ, গড়বো স্বনির্ভর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র‍্যালি, আলোচনা সভা, ফুড বাস্কেট বিতরণ, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ বিষয়ক কাউন্সেলিং, পুষ্টিকর রান্নার পদ্ধতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া, গত ০২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে 'অটিজম ও মানবতা-প্রতিটি জীবনেরই মূল্য আছে' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)-গুলোতে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা ও

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

লক্ষিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ অক্টোবর ২০২২ থেকে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটিতে সহনশীল জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক বহুমুখী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারকে আধুনিক, ভবিষ্যতমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারকে আধুনিক, কার্যকর, প্রযুক্তিনির্ভর ও ভবিষ্যতমুখী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে আয়োজিত 'পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা শিখন সংলাপ ২০২৬' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত Learning Ecosystem হিসেবে পুনর্গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারের বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথরেখা বিষয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের করণীয় নির্ধারণে ১১ মে পিকেএসএফ ভবন-১-এ দিনব্যাপী এ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে ২৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও প্রশিক্ষণ ফোকাল পার্সনবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণের গুণগতমান ও মাঠ পর্যায়ে এর প্রকৃত প্রভাব বৈজ্ঞানিকভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ 'Effectiveness of PKSF Training Programs for POs: A Comparative Analysis Using the Kirkpatrick-Phillips Framework' শীর্ষক একটি বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। এ গবেষণা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের আর্থিক ও সামাজিক ফলাফল বিশ্লেষণে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে ১৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর মোট ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে পিকেএসএফ ভবনে ৪০৩ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর দুই জন কর্মকর্তা বিশ্বব্যাংকের আয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত 'Invest in Children Policy Academy Convening' কোর্সে এবং দুই জন ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত '2026 Adaptation Fund Readiness Write-Shop' কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ ভবন-২-এ সহযোগী সংস্থার ১২০ জন কর্মকর্তাকে চারটি ব্যাচে 'Refresher Training on Climate Change and Development' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের আওতায় এপ্রিল-জুন ২০২৬ সময়ে ট্রেনিং সেন্টারের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ চলমান রয়েছে।

SICIP-PKSF প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৭৯৩ জনের কর্মসংস্থান

দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ২১টি সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪,৫২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১,৭১৭ জন নারী। ইতোমধ্যে ২,৭৯১ জন চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে সনদ পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ১,৭৯৩ জনের ইতোমধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে। এ পর্যায়ে মোট ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি (Persons with Disabilities-PWD), তৃতীয় লিঙ্গ (Third Gender) এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (Small Ethnic Communities) মোট ৮,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা দেওয়া হবে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৭,৩০০ জন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১,০০০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ২০০ জন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইতোমধ্যে ৯০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৭২৫ জন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১৭৫ জন। এদের মধ্যে ২৮৯ জন নারী, যা মোট প্রশিক্ষণার্থীর প্রায় ৩২ শতাংশ।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হবে, যা তাদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৮০,৫৮৬.৫৯ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৬৫,০৮৬.৮৪ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৫,৪৯৯.৭৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ১০,৫৮,৭৪৮.০৩ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৯,৬০,০৩৬.০৭ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৯৮,৭১১.৯৬ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৪০,৭৮২.৮৫ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৫,৪৯৯.৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ১০,৭৩৯.৫০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৬৯.২৯% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৪,৭৬০.২৫ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৩০.৭১%।

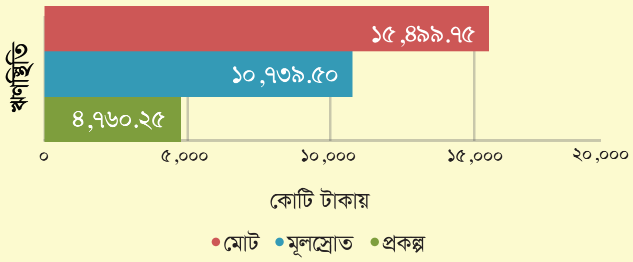

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯৮,৭১১.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণস্থিতি ৮৫,৪৩৬.২৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৬.৫৫% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণস্থিতি ১৩,২৭৫.৭৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৩.৪৫%।

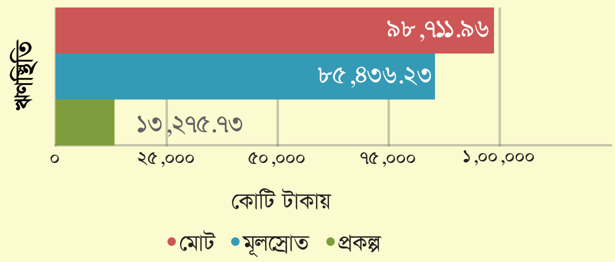

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৫,৪৯৯.৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৭,৬১৯.৬৩ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৪,৪৮৪.৯৪ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৪৮৯.৬১ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ১,০৬৭.২৪ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৪৬.৭০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,৩৯১.৬৪ কোটি টাকা।

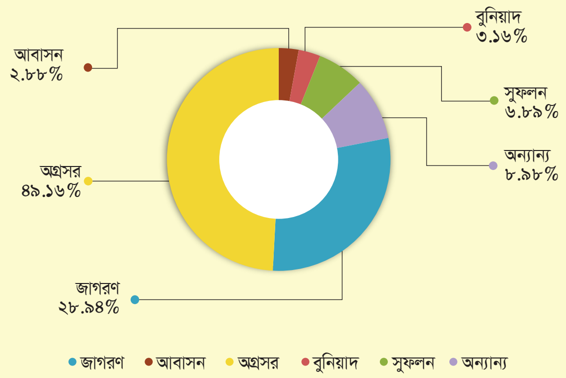

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৯৮,৭১১.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৪৮,৪১৭.৩৬ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৩২,২৫৮.৯৭ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৭৩৪.৫১ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৬,০৫৩.৮৭ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৫০৯.১৬ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১০,৭৩৮.০৯ কোটি টাকা।

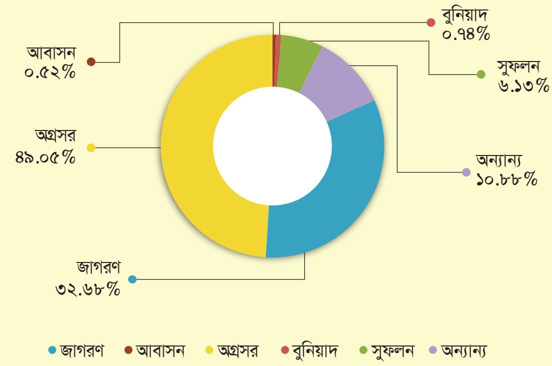

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.১৯ কোটি। এর মধ্যে নারী ২.০৫ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.৬১%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৬৭ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৫৭ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৪.০১%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮৩% এবং ৯৯.১৪%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.৫ লাখ পরিবারের আয় ও জীবিকায় দৃশ্যমান উন্নয়ন

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ভিত্তি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে পিকেএসএফ-এর রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং কৃষি খাত ভিত্তিক ভ্যালু চেইন সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগের অবদান সুসংহত করেছে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) ও ডানিডার সহ-অর্থায়নে বাস্তবায়িত ছয় বছর মেয়াদি আরএমটিপি'র সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ মন্তব্য করেন। পিকেএসএফ ভবন-১-এ ২৯ এপ্রিল পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে প্রকল্প বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আরএমটিপি প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ হাবিবুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাজমা মোবারেক বলেন, আরএমটিপি দেখিয়েছে, সঠিক পরিকল্পনা, উদ্ভাবন ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তায় বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ প্রকল্পের সফলতার ধারাবাহিকতায় ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ 'গ্রিন' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন খুব শীঘ্রই শুরু করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো বলেন, "আরএমটিপি শুধু একটি সফল প্রকল্পই নয়, এটি বৃহৎ পরিসরে একটি কার্যকর ধারণার বাস্তব প্রমাণ। এটি প্রমাণ করেছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও বাজার ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটলে তা পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং এমন রূপান্তর সাধন করে, যা প্রকল্পের সমাপ্তির সঙ্গে শেষ হয় না, বরং তা অব্যাহত থাকে, বিস্তৃত হয় এবং আরও কার্যকর রূপ লাভ করে।"

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, "আরএমটিপি শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে টেকসই রূপান্তরের একটি সফল মডেল। গ্রাম থেকে শহরে বিভিন্ন পরিসরে এ প্রকল্পের সফল উদ্যোগগুলো বজায় থাকবে। পিকেএসএফ এ প্রকল্পের সফল উদ্যোগগুলোকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করবে।"

স্বাগত বক্তব্যে মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সেবা, আধুনিক প্রযুক্তি, বাজার সংযোগ, ব্র্যান্ডিং ও সনদায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করা হয়েছে। "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ ভবিষ্যতেও শোভন কর্মপরিবেশের উন্নয়ন, ঝুঁকি নিরসন এবং দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

প্রকল্প বিষয়ক উপস্থাপনায় জানানো হয়, আরএমটিপি প্রকল্প ৯০টি কৃষিভিত্তিক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.৫ লক্ষেরও বেশি সদস্যকে সম্পৃক্ত করেছে। এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের কৃষিপণ্য উৎপাদন বেড়েছে ৬৬ শতাংশ, আয় বেড়েছে ৪৯ শতাংশ এবং মুনাফা বেড়েছে ৪১ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে আরএমটিপি প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত চারজন উদ্যোক্তা নিজেদের সফলতার গল্প তুলে ধরে জানান কীভাবে প্রকল্পটি উৎপাদন, আয় ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে চাকরিসন্ধানী থেকে চাকরিদাতায় রূপান্তরিত করেছে। অনেক উদ্যোক্তা জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত পনির, গরুর মাংসের আচার ও বিভিন্ন সবজি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, যা দেশের রপ্তানি সম্ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে পিকেএসএফ এ আরএমটিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য মার্কেট এক্টরদের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে এ প্রকল্প কাজ করেছে।

আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মুহম্মদ হাসান খালেদ
মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ